

বৃত্ত (Circle) ও গোলকের (Sphere) মাঝে কিন্তু পার্থক্য আছে। বৃত্ত হল Two dimensional Shape, কিন্তু গোলক হল Three dimensional Shape। এই কারণে আমরা কাগজে বৃত্ত আঁকতে পারি কিন্তু গোলক আঁকতে পারি না। Edwin Abbott এর Flatland: A Romance of Many Dimensions নামে একটা বই আছে। বইটার কাহিনী কিছুটা এইরকম—

একটা গোলক Two dimensional World এর একজন লোকের কাছে আসে। Two Dimensional World এর সব মানুষ Two Dimensional মানে কাগজে আঁকলে যেমন হয় আরকি। গোলকটির আগমন ঘটে পাতলা বাতাস থেকে সৃষ্ট ছোট একটি বিন্দুর দ্বারা যা কিনা Two dimensional, এরপর বিন্দুটা বড় হতে হতে দ্বিমাত্রিক বৃত্তে পরিণত হয়। বৃত্তে পরিণত হওয়ার পর সেটা গোলকে পরিণত হয়ে উপরে উঠতে উঠতে Two Dimensional World থেকে Three Dimensional World এ চলে যায়। চলে যাওয়ার পূর্বে গোলকটি Two-Dimensional লোকটিকে গোলক হওয়ার অর্থ বুঝাতে চেয়েছিল কিন্তু লোকটি অর্থটা বুঝতে পারেনি। কারণ সে উপরে তাকাতে পারছিল না কিংবা পারেনি, সে আসলে 'উপরে উঠার' বিষয়টাকে মেনে নিতে পারেনি যেহেতু Two Dimensional World এ 'উপর-নিচ' বলতে কিছু নেই।

Flatland বইটা থেকে যে সুন্দর শিক্ষাটা নেয়া যায় সেটা হল যে Two Dimensional দুনিয়ার মানুষেরা নিজেদের চারদিকে বৃত্ত ঐকে আত্মহত্যা করে। তারা বৃত্তের মাঝে আটকে যায় কারণ Two Dimensional World এ উপরের ও নিচের রাস্তা বন্ধ থাকে।

তাই বৃত্ত থেকে বের হতে তাদের নিজেদেরকে Three Dimension এ আপগ্রেড করতেই হবে। যারা ইসলাম ছাড়া অন্য কোন জীবনব্যবস্থা অনুযায়ী নিজেদের জীবনকে পরিচালনা করছে তারাই হল দ্বিমাত্রিক দুনিয়ার বাসিন্দা। তারা পশ্চিমা সেকুলারদের জীবনব্যবস্থাকে গ্রহণ করে নিজেদের চারদিকে বৃত্ত ঐকে ফেলেছে। চিন্তার বিষয় হল দ্বিমাত্রিক দুনিয়ার বাসিন্দারা নিজেদের চারদিকে বৃত্ত আঁকার পাশাপাশি অন্যদের চারদিকেও বৃত্ত আঁকার চেষ্টা করছে। একজন মানুষের চারদিকে বৃত্ত আঁকায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন তার জাহেল পিতা-মাতা ও বন্ধু-বান্ধবরা।

জাহেল পিতা-মাতারা মানুষের নিন্দার ভয়ে সন্তানকে বিয়ে দিতে দেরি করে, ছেলেদেরকে দাড়ি রাখতে, মেয়েদের হিজাব করতে বাধা দিয়ে অর্থাৎ ইসলামের বিধি-বিধান পালনে বাধা দিয়ে নিজ সন্তানের চারদিকে একান্ত মনোযোগে বৃত্ত আঁকায় ব্যস্ত। বন্ধু-বান্ধবরা খারাপ কাজে উৎসাহ দিয়ে, 'আরে দোস্ত, সমস্যা নাই তো এতে। এখন না করলে কখন করবি? You only Live Once, Man"—এই টাইপের কথা বলে বৃত্ত আঁকতে থাকে।

জাহেলিয়াতের এই বৃত্ত খুব খারাপ রে ভাই। এই বৃত্তের Gravitational Force খুব বেশি, মানুষকে সহজে উপরে উঠতে দেয় না এই বৃত্ত। তারপরও অনেক মানুষ সিরাতুল মুস্তাকিমের দেখা পায়। তারা তখন উপরে উঠতে আদা জল খেয়ে নামে। আর তাদের পিতা-মাতা ও বন্ধু-বান্ধবরা যদি জাহেল না হয় তাহলে সেই মানুষের জন্য বৃত্ত থেকে মুক্তি পাওয়া সহজ হয়। তবে তারা স্বার্থপরের মত শুধু নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকে না, বৃত্তের মধ্যে আটকে থাকা তাদের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদেরকেও উপরে উঠতে শিখাতে চায়। তাদের মধ্যে অনেকে তো উঠতে আগ্রহী হয় কিন্তু অনেকে 'উপর উঠার' কনসেপ্টই বুঝতে পারে না কারণ তাদের চিন্তা-ভাবনা Two Dimensional দুনিয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। এই বৃত্ত থেকে মুক্তি পেতে অনেকে পুরোপুরি সফল হয়।

কিন্তু অনেকে আবার একদিন বৃত্ত থেকে উপরে উঠে তো আরেকদিন আবার বৃত্তের ভেতর ঢুকে যায় কারণ তাদের পিতা-মাতা ও বন্ধু-বান্ধবদের আঁকা বৃত্তটা এতই শক্তিশালী যে সেটা থেকে তারা সহজে মুক্তি পায় না। এই শ্রেণীর মানুষেরা উঠা-নামা করে একধরনের আন্দোলনের সৃষ্টি করে যার ফলে একধরনের Wave এর সৃষ্টি হয় যা কিনা পুরোপুরি মুক্তি পাওয়া মানুষেরা বুঝতে

পারে। দিন যতই এগুচ্ছে বৃত্তগুলো ততই শক্তিশালী হচ্ছে।

এটা অবশ্য ঠিক যে এমন এক সময় আসবে যখন দ্বীন পালন করা অনেক কঠিন হবে। রসুলুল্লাহ্ (সঃ) বলেন—

"মানুষের উপর এমন এক সময় আসবে, যে সময় তাদের মধ্যে যে দ্বীনকে ধরে থাকবে তাকে সেই ব্যক্তির মত ধৈর্যশীল হতে হবে, যার হাতে থাকে জ্বলন্ত অঙ্গার।" [সহীহ সুনানে তিরমিযী, ২২৬০]

আমাদের সময়ে যে অবস্থা দেখা যাচ্ছে পরবর্তীতে না জানি আরো কত কঠিন অবস্থার সৃষ্টি হয়। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের দ্বীনের উপর অবিচল থাকার তাওফিক দান করুন। আমীন।